১২/৮/২০০৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

কলেজকক্ষে ঢুকে অধ্যক্ষহত্যা

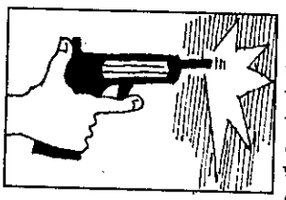

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরও আইনশৃঙ্খলার কতদূর অবনতি ঘটলে কলেজের একজন অধ্যক্ষকে তাঁর কলেজ কক্ষে ঢুকে দিনের বেলায় হত্যা করা যায়, তা সত্যিই মানুষকে চিন্তিত না করে পারছে না। এ রকম হবে কেন? অধ্যক্ষ হত্যার নৃশংস ঘটনাটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার কুমিল্লার কোম্পানিগঞ্জের একটি কলেজে। প্রকাশিত তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সংশ্লিষ্ট কলেজের ছাত্রসংসদের দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের একটি গ্রুপ। আগের রাতে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন ছাত্রসংসদের ভিপি-জিএসের কক্ষের তালা ভেঙ্গে ফেললে তার জের হিসাবে এ ঘটনা ঘটে। অধ্যক্ষ কেন তালা ভাঙ্গা দেখে থানায় লিখিত অভিযোগে অভিযুক্তদের নাম দিয়েছেন, প্রকাশ্য দিবালোকে শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপরত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে সে-সম্পর্কে প্রশ্ন করে একটি ছাত্র গ্রুপের নেতা তাঁর বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে। ঐ গ্রুপের মধ্যে এক চিহ্নিত সন্ত্রাসীর ভাই ছিল এবং পিস্তলটি ছিল তারই। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্পষ্টতই তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাত্র। সেজন্য এভাবে তাঁকে প্রকাশ্যে এবং অন্য শিক্ষকদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে গুলি করার মতো অচিন্ত্যনীয় ঘটনা কিভাবে ঘটানো সম্ভব, তা সত্যিই মানুষের ধারণার বাইরে। প্রকাশিত খবরে গুলিবর্ষণকারীকে সদ্যবিদায়ী শাসকদলের অঙ্গ ছাত্রসংগঠনের নেতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে কি ঐ গুলিবর্ষণকারী ছাত্রনেতার কাছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমল আইন হাতে তুলে নিয়ে নির্বিচারে হত্যা চালানোর জন্য অধিকতর প্রশস্ত সময় মনে হয়েছে? নাকি তার ও তার সঙ্গীদের ধারণা, এখনও তাদেরই শাসনামল বহাল রয়েছে এবং সেহেতু একইভাবে প্রশাসনিক মদদ নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকেও জনসমক্ষে খুন খারাবি চালানো যায়! খবরে কারও গ্রেফতার না হওয়ার তথ্য রয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব পালন করলেও প্রশাসন কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না বা সে ব্যাপারে কালক্ষেপণ করবে, এ ঘটনায় সে প্রশ্নও অবশ্যই উঠবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সারা দেশকে সমালোচনামুখর করে এত যে ব্যাপক প্রশাসনিক রদবদল করল, তার ফলে ক্ষেত্রবিশেষে প্রশাসন কি সত্যিই স্থবির হয়ে পড়ছে ? সন্ত্রাসীরা অধিকতর দুঃসাহসী হয়ে উঠছে ? ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সংশ্লিষ্ট কলেজের একদল ছাত্র দীর্ঘদিন ধরেই কলেজ ছাত্রসংসদের ভিপি-জিএসের কক্ষের তালা খুলে দেয়ার দাবি করছিল, তার মানে কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসায় সেই ছাত্ররা এখন তালা ভাঙ্গার তথা কলেজ ছাত্রসংসদের কর্তৃত্ব দখলের অনুকূল সময় মনে করছে? এ ক্ষেত্রে অবশ্য কলেজ কর্তৃপক্ষের এতদিন নীরব থাকা অর্থাৎ ঐ ছাত্রসংসদ কক্ষ তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকতে দেয়া এবং তালা খুলে দেয়ার দাবি না মানার কারণ কিছু থাকতে পারে কি না, তাও পর্যালোচনা করে দেখার অবকাশ রয়েছে। তবে ছাত্রসংসদ সংক্রান্ত পরিস্থিতি যে-রকমই থাক, এভাবে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রকাশ্যে গুলি করার ঘটনা কোনক্রমেই বরদাশত করা উচিত নয়। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে ত্বরিত যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হবে। তা না হলে এ জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল ও চরম নৈরাজ্যকর আচরণের আশঙ্কাজনক ক্রমবিস্তার না-ঘটে পারে না। এমনিতেই পত্রপত্রিকায় সাম্প্রতিক তথ্য হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলে দীর্ঘদিনের সন্ত্রাসজর্জরিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় অবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা হলেও তা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকদিন বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ গত ২৯ জুলাই থেকে অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রয়েছে। অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশেই চলছে ধর্মঘট। সর্বত্রই বিদায়ী শাসকদল ও প্রধান বিরোধীদলের অঙ্গ ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে দলীয় সন্ত্রাস ও দখলবাজির ফলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় এ-হাল হয়েছে। এরই একটি চরম রূপ কুমিল্লার কোম্পানিগঞ্জের উল্লিখিত হত্যাকাণ্ড।

ছাত্রসমাজ সমাজের অগ্রসর অংশ। শিক্ষকরা তাদের অভিভাবক। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে তাদের ভূমিকা ও অবদান অনেক। তাদের কাছ থেকে দেশবাসী অবশ্যই সবচাইতে দায়িত্বশীল ও সংযত ভূমিকাই প্রত্যাশা করে। আসন্ন সাধারণ নির্বাচন আমাদের গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য কত যে গুরুত্বপূর্ণ তা তাদের কাছে ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই। সে নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে ও তা বজায় রাখতে অতীতের বিবদমান হিংসা-হানাহানির কালো অধ্যায়ের তারা চিরপরিসমাপ্তি ঘটাবে–– এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও তার প্রশাসনকে দেশবাসীর সেই প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ আইনগত কার্যকর ভূমিকা পালনে যত্নবান হবে–এটাও সকলের ঐকান্তিক কামনা।